অদৃশ্য হওয়ার কারণ ঃ

ইসলামের মৌলিক উপাদানসমূহ, রাজনৈতিক, সমাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী এবং আরও বিভিন্ন বিষয় নবী করিম (সাঃ)-এর রেসালতের সময় থেকে শুরু করে যতদিন পর্যন্ত ইমামগণ (আঃ) সমাজে উপস্থিত ছিলেন (সন ২৬০ হিজরী পর্যন্ত) ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে তা সম্পাদনায় পৌছেছে। যদিও এই সময়কালে অত্যাচারী ও বিরুদ্ধাচারণকারীরা শক্তভাবে কোমর বেধেছিল। কিন্তু পুত পবিত্র ইমামগণ সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে নানাভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের সামনে পরিস্কার করে দিয়েছেন। তারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে এমন সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন যা সমগ্র পৃথিবীকে একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে এনে তাকে শাসন করার মত ক্ষমতা ও শক্তি রাখে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই[১]।

এক দিক দিয়ে শাসনকার্যের উত্তম নমুনা হিসাবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও আমিরুল মু'মিনিন আলী (আঃ) এর শাসনামলকে ধরা যেতে পারে। যাতে করে মানুষ তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে এবং এই ধরনের শাসনকার্যের বিরোধী শাসনকার্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুতরাং হযরত মাহ্দীর (আঃ) সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের পক্ষ থেকে পৃথিবীর একক শাসনকার্যের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণভাবে তৈরী ছিল। ইসলামের আইন-কানুনের সংকলন ও ন্যায়-নীতির বাস্তবায়ীত বিভিন্ন উদাহরণও দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে পৃথিবীর মানুষের আল্লাহ্ প্রদত্ত শাসনকার্যকে বাস্তবে রূপদান করার প্রস্তুতি বা যোগ্যতা ছিল না। যদি পৃথিবীর মানুষ এই ধরনের শাসন ক্ষমতাকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকতো ইমাম লোক চক্ষুর অন্তরালে না গিয়ে আল্লাহ্র আইন-কানুন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতেন এবং ইসলামের ন্যায়-নীতিকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতেন। সুতরাং সম্ভাবনা আছে যে, এই কারণেই তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন এবং ঠিক একই কারণে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী অদৃশ্যের সুচনা হয়েছে যা এখনও অতিবাহীত রয়েছে। আর তিনি সে সময়ই আবির্ভাব করবেন যখন উপস্থিত ও অনপস্থিত মানুষ তাঁর শাসন ক্ষমতার উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না এবং যে কোন পরিস্থিতিতে বা সময়ে তাঁর শাসনকে মেনে নেবে।

মরহুম খাজা নাসির উদ্দিন তুসি লিখেছেন ঃ ইমাম মাহ্দীর (আঃ) অদৃশ্য হওয়াটা, না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং না তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। অতএব এটা মানুষের জন্য হয়েছে। ভয়কে পরাভূত ও ইমামের মহিমার দিকে ধাবিত না হওয়াই হচ্ছে প্রধান কারণ। যখন এই অদৃশ্য হওয়ার কারণসমূহের অবসান ঘটবে তখনই তিনি আবির্ভূত হবেন [২]।

অবশ্য অদৃশ্য হওয়াটা আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়েছে যা আমরা ঐ রহস্যময় বিষয়ের প্রতি অবগত নই। কিন্তু সম্ভাবনা আছে অদৃশ্য হওয়ার পিছনে যে মৌলিক বিষয়টি সক্রিয় তা হয়তো এটাই হবে। একাদশ ইমামের ইমামতের সময়কাল পর্যন্ত অবাধ্য ও সীমা অতিক্রমকারী সমাজের দুঃসাহসের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে এবং ইসলামী আইন অমান্য করা ও ইমামগণকে এত অধিক সময় ধরে কোন প্রকার সাহায্য না করার বিষয়টিও আমাদের সামনে পরিস্কার হয়ে গেছে। আর এ বিষয়ের প্রতি কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে মানুষ ইসলামের ন্যায় ও আদর্শ ভিত্তিক শাসনের আয়ত্বে যেতে চায় না। এরূপ পরিস্থিতিতে ইমামের অদৃশ্য থাকা একটি সাধারণ ব্যাপার। আর এই সমাজে তাঁর আবির্ভাব ও উপস্থিতিটা প্রশ্নের সৃষ্টি করে। যা অবশ্যই বলতে হয় ইমাম কেন এ সমাজে উপস্থিত থাকবেন। তিনি অদৃশ্য থেকে তার দায়িত্বকে গোপনেই পালন করে যাবেন।

---

[১] ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ১৪৩।

[২] রেসালেহ্ ইমামত, পৃঃ- ২৫।

যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়। প্রেক্ষাপট তৈরী হলেই তিনি আবির্ভাব করবেন এবং অপেক্ষাকৃতদেরকে তাঁর দর্শন ও সাহায্য দিয়ে সফল করবেন ঃ

(اِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ)

অবশ্যই আল্লাহ্ কোন জাতির কিছুই পরিবর্তন করেন না যতক্ষন পর্যন্ত তারা নিজেরা কিছুর পরিবর্তন ঘটায়।

এই বিষয়টি আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত গোপন থাকবে এবং ঐ সময় পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারবে যে তাদের নিজেদের মধ্যেই তার অদৃশ্য থাকার আসল কারণটি লুকিয়ে ছিল। যা থেকে তারা ছিল উদাসীন। আর যদি তারা নিজেদেরকে তৈরী করত তাহলে ইমাম তাদের মাঝে আবির্ভূত হত। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তারা তাদের পরিশুদ্ধ ও তৈরীর কাজে এগিয়ে না এসে বিভিন্ন অত্যাচারী ও নষ্ট শাসকদের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছিল এই ভেবে যে, এই অত্যাচারী ও নষ্ট শাসকরা হয়তো তাদের দুঃখ কষ্টকে লাঘব করতে পারবে অথবা বাহ্যিক জাঁকজমকপূর্ণ সংস্থা ও কনফারেন্সগুলো তাদের বিভিন্ন সমস্যারসমাধান করতে পারবে।

অবশ্য মানুষই ইমামের অদৃশ্য হওয়ার প্রধান কারণ। এটা বলার অর্থ এই নয় যে, তারা সবাই এতবড় পাপে পাপিষ্ট হয়েছে। বরং উদ্দেশ্য এটাই যে, একটি নিদিষ্ট পরিমান ভাল মানুষেন প্রয়োজন আছে তাঁর আবির্ভাবের জন্য। বলার অবকাশ রাখে না যে, অনেক উপযুক্তরাই সব সময় তাঁর আবির্ভাবের জন্য তৈরী ছিলেন বা আজও আছেন। কিন্তু সমাজের একটি নিদিষ্ট পরিমান লোকজন এই ধরনের প্রস্তুতি রাখে না। আর যে সমাজ এই ধরনের যোগ্যতা রাখে না অবশ্যই ঐ সমাজের সাথে তাঁর প্রশাসনের সমস্যা দেখা দেবে। সুতরাং এ কারণেই তাঁর অদৃশ্য থাকাটা অব্যাহত থাকবে। এ দিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন অদৃশ্যের মাধ্যমে ইমাম জামানকে (আঃ) কতল হওয়ার হাত থেকে রাক্ষা করেছেন। কেননা যদি তিনি উপযুক্ত সময়ের আগেই আবির্ভাব করেন অবশ্যই তাকে হত্যা করবে এবং আল্লাহ্র দেয়া দায়িত্ব পালন করা থেকে অপারগ হবেন। আর পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হবে না।

মরহুম কুলাইনি তার "কাফি" নামক বইতে ও শেখ তুসি তার "গাইবাত" নামক বইতে যুরাইরার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সে বলেছে ঃ ইমাম সাদিকের (আঃ) সাক্ষাতে উপস্থিত হয়েছিলাম ও তাঁর কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ ক্বায়েম (ইমাম মাহ্দী) ক্বিয়াম করার আগে অদৃশ্যে থাকবেন।

বললাম ঃ কেন?

ইমাম সাদিক (আঃ) তাঁর পেটের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ রুপক অর্থ এটাই যে, কতল হওয়ার ভয় আছে [৩]।

ইমাম মাহ্দী (আঃ) কোন অত্যাচারী শাসক বা সরকারকে এমনকি অদৃশ্য থাকা অবস্থায়ও তাদেরকে বৈধ্য বলে মনে করেননি বা করবেনও না এবং তিনি কোন সরকার বা বাদশাহ্র পক্ষে প্রকৃত অবস্থা গোপন করে চলছেন না। আর সরকার বা বাদশাহ্র অধীনে কোন প্রকার অত্যাচারী কাজে লিপ্ত হননি বা হবেনও না। যখন আবির্ভূত হবেন তখন কারো হাতে বাইয়াত করবেন না (অর্থাৎ তিনি কারো আদেশ বা নির্দেশে চলবেন না)।

---

[৩] কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ৩৩৭।

(يَقُومُ الْقَائِمُ وَ لَيْسَ لِاَحَدٍ فِى عُنُقِه عَهْدٌ وَ لاَ عَقْدٌ وَ لاَ بَيْعَةٌ)[৪]

কেননা অবশ্যই সত্যের সাথে সমঝোতা রেখেই কাজ করবেন এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে কোন প্রকার গোপনীয়তা, ভয়-ভিতি বা অন্য কিছুর প্রতি দৃষ্টি না রেখেই বাস্তবায়ন ও সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা করবেন। অতএব কারো সাথে কোন প্রকার চুক্তি বা সন্ধির প্রয়োজন নেই বা কারো সাথে আলোচনা বা কাউকে সমিহ্ করে চলারও প্রয়োজন হবে না।

এরূপ যে, অতীতের ঘটে যাওয়া প্রতিটি বিষয়ের প্রতি স্বচ্ছ বা স্পষ্ট ধারনা নিয়ে এবং কারো সাথে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতিতে বা অঙ্গিকারারে আবদ্ধ না হয়েই তিনি আবির্ভূত হবেন। আর আবির্ভূত হয়ে সমস্ত নষ্ট শাসন ব্যবস্থাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করবেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা ও তার মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন।

স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যকাল ঃ

একাদশ ইমামের শাহাদতের পর সন ২৬০ হিজরী থেকে ৩২৯ হিজরী অর্থাৎ প্রায় ৬৯ বছর হচ্ছে স্বল্পমেয়াদী অদৃশ্যকাল[৫]। আর এর পর থেকেই এখনও পর্যন্ত এবং ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আবির্ভাব করা পর্যন্ত সময়কালটিই হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী অদৃশ্যকাল।

স্বল্পমেয়াদী অদৃশ্যকালে ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) সাথে মানুষের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি, কিন্তু সীমাবদ্ধতা ছিল। শিয়া মাযহাবের প্রত্যেকেই তাঁর বিশেষ প্রতিনিধির (যারা শিয়াদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ছিল) মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা বা বিভিন্ন প্রশ্ন ইমামের সমিপে পৌছাতো এবং তাদের মাধ্যমেই ঐ প্রশ্নসমূহের উত্তর গ্রহণ করত। কখনও তারা স্বয়ং ইমামের সামনা সামনিও হত। এই সময়টিকে দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যকালে পদার্পনের জন্য প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে ধরা যেতে পারে। এভাবে কিছু দিন চলার পর তাঁর সাথে মানুষের ঐ ধরনের সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর থেকে মানুষ তাদের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে বাধ্য হল ইমামের সাধারণ প্রতিনিধি অর্থাৎ ফকীহ্ বা যারা দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে জ্ঞাত, তাদেরকে অনুসরণ করে চলতে।

যদি হঠাৎ করেই বা প্রথম থেকেই দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যকালের অবতারণা হত তাহলে চিন্তা-চেতনায় বিভ্রান্তি দেখা দিত। পরবর্তীতে তিনি আবির্ভূত হলে তাকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে বিবেকের অপারগতার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমিকভাবে স্বল্পমেয়াদী অদৃশ্যকাল থেকে মানুষের সাথে একেবারে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করেই তাদের বিবেককে দীর্ঘ মেয়াদী অদৃশ্যকালের জন্য প্রস্তুত করে, তারপর তিনি সম্পূর্ণভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। আর ইমামের স্বল্পমেয়াদী অদৃশ্যে থেকে তাঁর বিশেষ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সান্নিধ্যে পৌছানটাই তাঁর জন্ম গ্রহণ ও জীবিত থাকাকেই প্রমাণ করে। যদি দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যকাল এ ধরনের কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই শুরু হত তাহলে হয়তোবা এই বিষয়টি আমাদের কাছে এমনভাবে পরিস্কার হত না এবং হয়তো কারো কারো জন্যে এ বিষয়টি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করত বা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাড়াতো। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর ক্ষমতা দিয়ে ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) অদৃশ্যের বিষয়ে আগেই যেভাবে নবী (সাঃ) ও ইমামগণের (আঃ) কাছে খবর দিয়েছিলেন ঠিক সে ভাবেই করলেন। অল্প সময়ের জন্য অসম্পূর্ণ অদৃশ্যে থাকাটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যের জন্য প্রস্তুতি পর্ব, যাকে আমরা স্বল্পমেয়াদী অদৃশ্যকাল বলে আখ্যায়ীত করেছি। তারপর লম্বা বা সম্পূর্ণ অদৃশ্য যাকে

৪। কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ৩৪২।

৫। আ'য়ানুশ শিয়া, খন্ড- ৪, পৃঃ- ১৫।

আমরা দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যকাল বলে আখ্যায়ীত করেছি। যেন এভাবেই আহ্‌লে বাইতের অনুসারীরা তাদের ঈমানের প্রতি দৃঢ় ও অটল থাকে এবং তারা যেন তাদের ইমামের প্রতি নিজেদের অন্তরের বিশ্বাসকে হারিয়ে না ফেলে। তাঁর অপেক্ষায় থেকে আল্লাহ্‌র দেয়া স্বস্তি অনুভব করে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে নিজেদের আত্মশুদ্ধির পথকে সুদৃঢ় করে যায়। আর এর সাথে সাথে দ্বীনের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য আছে তাও যেন প্রকৃতভাবে সম্পন্ন করে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমামের আবির্ভাবের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামিন নির্দেশ দেন।

অদৃশ্য থাকার ভাল-মন্দ দিকসমুহ ঃ

ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) উপর ঈমান থাকাটাই হচ্ছে সুস্থ চিন্তার বিকাশ ও নাজাতের পথ। তাঁর উপর ঈমান রাখার অর্থ হচ্ছে এটাই যে, সম্ভাবনা আছে তিনি যে কোন সময় আবির্ভাব করতে পারেন। আর যারা যোগ্যতা সম্পন্ন ও উপযুক্ততা রাখে তাদের বিশেষ ভূমিকা আছে। তারা জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, ন্যায় বিচার করবে, একে অপরের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি করাবে যেন ইমামকে সাহায্য করার তৌফিক অর্জন করে এবং ইমামের সাক্ষাত লাভ করতে পারে বা তার জিয়ারত করা থেকে যেন বঞ্চিত না হয় বা ইমামের অসন্তুষ্টির কারণ না হয়। যারাই তার উপর ঈমান রেখেছে তারা কখনই কোন অত্যাচারী ও দুঃস্কৃতিকারী শাসকের পক্ষে যায়নি। আর যারা তার উপর ঈমান রেখে চলে তাদের ভিতর এক দৃঢ় শক্তির সঞ্চার করে যার কারণে তারা জুলুম ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে সক্ষম হয় এবং কখনই তারা শয়তানী শক্তির আওতাভূক্ত হয় না বরং তাদের বিরুদ্ধে সচ্চার থাকে।

তার আবির্ভাবের প্রতি ঈমান রাখার অর্থ এটাই নয় যে, মুসলমানরা তার আসার অপেক্ষায় সব কিছু থেকে নিজেদেরকে দুরে সরিয়ে রাখবে বা শুধুমাত্র আজ ও কালকের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। কাফির ও দুষ্ট লোকের শাসনকে তারা মেনে নেবে বা জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পের ক্ষেত্রে কোনরূপ উন্নতি করবে না বা সমাজের পরিশুদ্ধতার দিকে কোন প্রকার খেয়াল রাখবে না, এমনটি নয়।

যদি এমনটিই মনে করা হয় যে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখলে অলসতা, উদাসীনতা বা দায়-দায়িত্বহীনতা ও অবসন্নতাকে নিয়ে আসবে, এটা সম্পূর্ণ বাতিল বিষয়। কেননা পবিত্র ইমামগণ ও তাদের সাহাবাগণ নিজেদের উন্নতির ব্যাপারে চিন্তা-চেতনা করতেন বা তাঁর পক্ষে কাজ করতেন তাই বলে কি তারা ইমামের আবির্ভাবের প্রতি ঈমান রাখতেন না? দুনিয়াতে ইসলামের বড় বড় যত আলেম ওলামা ছিলেন, যারা দ্বীন ও দুনিয়ার জ্ঞানে পারদর্শি তারা কি তাঁর আবির্ভাবের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন না? বিশ্বাসী ছিলেন এবং তারা বিশ্বাসী থেকেই দ্বীনের ও সমাজের উন্নাতির জন্য যথেষ্ট কাজও করে গেছেন। সাথে সাথে মহানুভবতার ও নিজেদেরকে অন্যদের সাহায্য করার কাজে থেমেও থাকেননি বা নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরে আসেননি। কঠিনতম কাজ করা থেকেও বিরত থাকেননি বা নিজেকে তৈরী করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে অকুতভয়ে এগিয়ে গিয়েছেন।

ইসলামের প্রথম দিকের মুসলমানরা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছিলেন যে, ইসলাম এগিয়ে যাবে এবং তাঁর সামনে বিজয়ের পর বিজয় রয়েছে। কিন্তু তারপরও এই বিজয়ের খবর তাদেরকে অলসতায় পর্যভূষিত করতে বা তাদের কাজ করা হতে বিরত করতে পারেনি; বরং তাদের চেষ্টার পরিমান আরও দ্বিগুণ হয়েছিল এবং কষ্ট ও মহানুভবতার মাধ্যমে সফলতায় পৌছেছিল।

বর্তমান সময়ও মুসলমানরা বিভিন্ন বড় বড় বিভাগের দায়িত্বশীল আছেন। যা অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে সে সকল দায়িত্বকে আনজাম দিবেন। পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রনে রেখে সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন। সকল সময় সকল জায়গায় উপস্থিত থাকবেন এবং সকলকে সৎ কাজে উপদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। শত্রুর প্রবেশাধীকারকে প্রতিহত করবে। ইসলাম ও মুসলমানদের চিন্তা-ভাবনা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও প্রশাসনের উপর শত্রুর হামলাকে প্রতিহত করবে। যতটুকু বা যে পরিমানই সম্ভব নিজেদেরকে নৈতিকতার ব্যাপারে সচেতন করবে যাতে করে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) সাহায্য ও সহযোগিতা, দয়া ও করুনা বেশী করে তাদের ভাগ্যে আসে। যতটুকু সম্ভব পরিস্থিতিকে এমনভাবে তৈরী করা যাতে করে আল্লাহ্র সর্বশেষ প্রতিনিধি ও এই শেষ জামানার ইমাম দ্রুত অবির্ভাব করেন।

আমিরুল মু'মিনিন আলী (আঃ) নবী করিম (সাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

(اَفْضَلُ الْعِبادَة انْتِظارُ الْفَرَجِ)

হযরত বাকিয়াতুল্লাহ্র অর্থাৎ ইমাম মাহ্দীর (আঃ) আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকা হচ্ছে সর্ব উৎকৃষ্ট ইবাদত [৬]।

এবং ইমাম যয়নুল আবেদ্বীন (আঃ) বলেছেন ঃ দ্বাদশ ইমামের অদৃশ্যতা বেশ দীর্ঘ হবে। যারা তাঁর অদৃশ্যের সময় তাঁর ইমামতের উপর বিশ্বাসী এবং তাঁর আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকবে তারা অন্যান্য সকল জামানার জনগণের থেকে উত্তম হবে। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাদের বিবেক-বুদ্ধি, বোঝার ক্ষমতা ও দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিমান এতই অধিক দান করেছেন যার কারণে ইমাম অদৃশ্যে থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছে উপস্থিত মনে হবে। আর এ কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাদেরকে নিজ নিজ জামানায় মুজাহেদ্বীনদের অবস্থানে রাসুল আল্লাহ্র অবস্থানে স্থান দিয়েছেন। তারা সত্য সত্যই নিবেদিত প্রাণ এবং প্রকৃতই আমাদের অনুসারী। আর তারাই জনসাধারণকে লুকিয়ে বা গোপনে আল্লাহ্র দিয়ে নিয়ে আসে।

আরও বলেছেন ঃ

(اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنْ اَعْظَمِ الْفَرَجِ)

আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপেক্ষা [৭]।

মরহুম আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ সাদরুদ্দিন সাদ্র এভাবে লিখেছেন ঃ অপেক্ষা হচ্ছে মনোযোগ অর্জন ও যে বিষয়ের প্রতি অপেক্ষমান তা বাস্তবে রূপায়িত করা। এটা গোপন নয় যে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকার অর্থই হচ্ছে নিজের ও সমাজের বিশেষ করে শিয়া সমাজকে পরিশুদ্ধ করা যা নিম্নরূপ ঃ

১- অপেক্ষা জিনিষটাই হচ্ছে মানুষের নফসের জন্য একটি বিশেষ অনুশীলন বা প্রশিক্ষণ। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ

(اَلْاِنْتِظارُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ)

অপেক্ষা হচ্ছে কাউকে হত্যা করা থেকেও কঠিন কাজ।

---

[৬] ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ্, পৃঃ- ৪৯৩।

[৭] বিহারুল আনোয়ার, খন্ড- ৫২, পৃঃ- ১২২।

আর অপেক্ষা করার জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, যে বিষয়ে বা জিনিষের জন্য অপেক্ষা করা হয় তার প্রতি চিন্তা-ভাবনাকে ব্যস্ত রাখা ও দৃষ্টি রাখা এবং চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা বা শক্তিকে একটি কেন্দ্রে অবস্থান করানো। আর এই কঠিন কাজের দু'টি সুফল আছে যা নিম্নরূপ ঃ

ক) মানুষের চিন্তাশক্তি তার কার্যশক্তির পরিমান বৃদ্ধি করবে।

খ) মানুষ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি গভির চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তার চিন্তাশক্তি ও ক্ষমতাকে এক বিন্দুতে অবস্থান করানোর শক্তি সঞ্চয় করবে। আর এই দু'টি সুফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ন বিষয় যা মানুষ তার জীবন অতিবাহীত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভব করে থাকে।

২- অপেক্ষার কারণে মানুষের মুসিবত ও সমস্যা হালকা হয়। কেননা সে জানে যে পরবর্তীতে এই সমস্যা বা মুসকিল সমাধান হয়ে যাবে বা সমাধান করা সম্ভব। আর এ দু'টির মধ্যে কত পার্থক্য যে সে জানে পরবর্তীতে এই সমস্যা বা মুশকিলের সমাধান সম্ভব বা আদৌও জানেনা যে পরবর্তীতে এই সমস্যা বা মুশকিলের সমাধান হবে কি হবেনা। বিশেষ করে যদি সম্ভবনা থাকে যে অতি দ্রুত এই সমস্যা বা মুসকিলের সমাধান হয়ে যাবে; হযরত মাহ্দী (আঃ) আবির্ভূত হয়ে পৃথিবী থেকে সব অন্যায় ও অত্যাচাকে প্রতিহত করে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করবেন, এবং সমস্ত সমস্যা ও মুশকিলের সমাধান করবেন।

৩- অপেক্ষা করার জন্য যে জিনিষটির একমাত্র প্রয়োজন তা হচ্ছে মানুষের ভালবাসা বা পছন্দ থাকতে হবে যে সে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) সাহাবা বা তাঁর প্রকৃত অনুসারী হবে। শুধু এটাই নয় বরং সে তাঁর সাহায্যকারী বা বন্ধুও হবে। আর তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় হচ্ছে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা ও নৈতিক গুণাবলীকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। যাতে করে তাঁর সামনে দাড়ানোর যোগ্যতা অর্জিত হয় ও তাঁর নির্দেশে তাঁর সাথে থেকে জিহাদ করার তৌফিক অর্জন করতে পারে। হ্যাঁ, এসবের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী নৈতিক দিক নির্দেশনা, যা আজ আমাদের সমাজে দুষ্প্রাপ্য।

৪- অপেক্ষা হচ্ছে ঐ যা আগেই বলেছি যে নফসের পরিশুদ্ধতা শুধুমাত্র নিজের নয় বরং অন্যেরও। এ জন্যে মানুষের উচিৎ প্রাথমিক ভাবে কিছু ভুমিকা ও শর্ত পালন করা যা হযরত মাহ্দীর (আঃ) শত্রুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আর এই উদ্দেশ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে দ্বীনি ও শিল্পকলার বিভিন্ন জ্ঞানে নিজেকে পরিপূর্ণ করা। এগুলোই উদ্দেশ্যে পৌছাতে বিশেষ সহায়ক হবে। বিশেষ করে যেগুলো জানা গেছে যে শত্রুদের উপর ইমামের আধিপত্য বিস্তার কাজটি হবে সাধারন প্রক্রিয়াতে। বর্ণিত বিষয়গুলো হচ্ছে প্রকৃত অপেক্ষার অল্প কিছু সংখ্যক নিদর্শনাবলী [৮]।

মরহুম মুযাফ্ফর এভাবে লিখেছেন ঃ হযরত মাহ্দীর (আঃ) অপেক্ষায় থাকার অর্থ এই নয় যে তিনি এসে দুনিয়াকে সংস্কার করবেন এবং যারা সত্যের পথে আছে তাদেরকে নাজাত দিবেন। এটাভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা, দ্বীনের কাজ না করা, বিশেষ করে দ্বীনের ওয়াজিব বিষয়গুলো যেমন জিহাদ না করা, দ্বীনের আইন-কানুনকে প্রতিষ্ঠা না করা, ভালকাজে উপদের দান ও খারাপ কাজে নিষেধ না করা, এসবের কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা মুসলমানরা যে কোন পরিস্থিতিতেই আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলতে বাধ্য এবং যদি খোদা পরিচিতির ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে অগ্রসর হয়, তাহলেই সম্ভব ভাল কাজে উপদেশ ও খারাপ কাজে বাধা দান করা। এটা সমীচীন নয় যে দুনিয়া

---

[৮] আল মাহ্দী, পৃঃ- ২০১-২০২।

সংস্কার হওয়ার অপেক্ষায় ওয়াজিব কাজ করা থেকেও বিরত থাকবো। অপেক্ষা কখনই মুসলমানদের ওয়াজিব দায়িত্বকে লাঘব করে না এবং কোন কাজের সময়কে পিছিয়ে নিয়ে যায় না [৯]।

এ কারণে নিশ্চিত যে ইমাম অদৃশ্য থাকার সময়ে তার অনুসারীরাও (শিয়ারা) বড় ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। অবশ্যই একদিক যেমন পরীক্ষিত হওয়ার সময় দ্বীনের ছায়াতলে থেকে নিজেকে বাচাবে আর অন্যদিকে তেমনই ইমামের নির্দেশে থেকে ইসলামের বিজয় আনার জন্য পটভুমি তৈরী করবে। বেশীর ভাগ জনগণই এই কঠিন পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হতে পারবে না।

জাবির জো'ফী বলেন ঃ ইমাম বাকের (আঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনার আবির্ভাবের সময় কখন?

বললেন ঃ হাইহাত (দুরে), হাইহাত (দুরে)। আমাদের আবির্ভাব আসবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে চালনি দিয়ে চালা হচ্ছে। চালনি দিয়ে চালা হবে (তারপর ইমাম চালনি হয়ে যাওয়া কথাটিকে তিনবার উচ্চারণ করলেন) যাতে করে খারাপ লোকজন ধুলা-বালির ন্যায় চালনির নিচে পড়ে যায় আর ভালদের সংখ্যা পরিস্কার হয়ে যায় [১০]।

হ্যাঁ অপেক্ষার এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে যে দায়িত্বের আঞ্জাম দিলে বা সঠিক কাজ করলে কোন প্রকার নিরাশার অবকাশ নেই এবং অপেক্ষাকারীরা আশান্বিত যে আবির্ভাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অতি দ্রুত তরান্বিত হবে।

এবং বিশেষ করে অদৃশ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক এটাই যে, মানুষ এই সময়ে তাদের নিজের শক্তিকে কাজে লাগাবে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করবে যা কোন প্রকার ওহী, এলহাম বা অদৃশ্য সাহায্য ব্যতিরেকেই তারা মানুষ জাতিকে প্রকৃত ও সর্বশেষ স্থানে পৌছে নিয়ে যাবে (আল্লাহ্‌র নিকটে পৌছে নিয়ে যাবে) এবং শেষ পরিস্থিতিতে অবশ্যই ওহীর ও আসমানী বা আল্লাহ্‌র প্রশিক্ষণের সামনে মাথা নুইয়ে থাকবে।

ইমাম অদৃশ্যে থাকার সুফল ঃ

অনেকেরই ইমামগণের (আঃ) উপস্থিতির প্রকৃত রহস্য বা দর্শন ভালভাবে জানা না থাকার কারণে প্রশ্ন করে যে ইমামের অদৃশ্যে থাকার সুফলতা কী? তারা জানেনা যে পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন আল্লাহ্ তা'য়ালার পবিত্র প্রতিনিধিগণ সকলেই তাদের নিজ নিজ শাসনকার্য পরিচালনা করবে বা সকলেরই উপস্থিতি ঘটবে। যাতে পৃথিবীর সবাই পরিপূর্ণভাবে খোদা পরিচিতি অর্জন করে আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে এক ও অদ্বিতীয় জেনে হাজির হতে পারে।

ফেরেস্তারা মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল। তারা বলেছিল পরবর্তীতে মানুষ জাতি খারাপ কাজে লিপ্ত হবে। তারা মানুষ জাতির সাথে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের বিষয়টি তুলনা করেছিল এবং তারা মানুষ জাতি সৃষ্টির কোন প্রাধান্যতা দেখতে না পেয়ে বলেছিল ঃ

(أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ)

আপনি কাদেরকে সৃষ্টি করবেন যারা জমিনের বুকে ফ্যাসাদ করবে ও একে অপরের রক্ত ঝরাবে? আর অপরদিকে আমরা সর্বত্র আপনার প্রশংসা, ইবাদত ও গুনগান করছি [১১]।

---

[৯]। ইমামের অপেক্ষায়, পৃঃ- ৫৪।

[১০]। আল মাহ্‌দী, পৃঃ- ১৭২।

[১১]। সুরা বাকারা, আয়াত নং- ৩০।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন পৃথিবীর স্বরুপ ও মানুষ জাতির সীমাহীন ক্ষমতা সম্পর্কে হযরত আদম (আঃ)-এর জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিকে তুলে ধরে (যা প্রকৃতপক্ষে পরিপুর্ণ খোদা পরিচিতি নিয়ে তাঁর বন্দেগী করা ও তার ইবাদত করার দিকে ফিরে আসবে) তাদেরকে পরিতুষ্ট ও শান্ত করলো।

আল্লাহ্র নির্দেশে যখন আদম (আঃ) নিজের জ্ঞানকে ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করলো এবং তারা আল্লাহ্র হুজ্জাতদের অস্বিত্ব ও তার কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হলো তখন বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ্কে তারা যেভাবে উপাসনা করে আর তার অলীগন ও হুজ্জাতদের উপাসনার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যা এ দুটির মধ্যে তুলনার অবকাশ রাখে না। যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ হচ্ছেন মানুষ্য জাতির অন্তর্ভূক্ত, তাই মানুষ সৃষ্টি যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ততা এবং প্রাধান্যতা রাখে।

সুতরাং এই উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গরাই সৃষ্টির দর্শনকে পরিপূর্ণ করেন। যার কারণে সমস্ত ফেরেস্তাগণ তাদের সামনে মাথা নূইয়ে সেজদা করে। কেননা এই ব্যক্তিবর্গদের ইবাদত তুলনাহীন এবং কোন ইবাদতই তাদের ইবাদতের স্থানকে নিতে পারবে না। আর যেভাবে আল্লাহ্র হুজ্জাতদের অস্তিত্ব মনুষ্য জাতির সৃষ্টি ও শুরুর জন্য বিশেষ কারণ হিসাবে চিহ্নিত ছিল তদ্রূপ মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব অব্যাহত ও প্রবহমান থাকার জন্যও তাদের অর্থাৎ ঐ বিশেষ কারণের অবশিষ্ট থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ্র হুজ্জাতদের অবশ্যই মনুষ্য সমাজে উপস্থিত থাকতে হবে। যদি বলি যে আল্লাহ্র নে'য়ামত আমাদের প্রতি রয়েছে তা শুধুমাত্র এই উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গদের অস্তিত্বের কারণেই। যদি তারা না থাকতো তাহলে আমরাও থাকতাম না। আমরা এখনও যে দুনিয়ার পোশাক পরে আছি যদি তাদের একজনও অবশিষ্ট না থাকে তাহলে আমরা পূনরায় আবার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বো। সুতরাং আল্লাহ্র হুজ্জাত শুধুমাত্র দ্বীন ও দুনিয়ার জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য নে'য়ামত স্বরুপ নয় বরং এই পৃথিবীকে অস্তিত্বদানের ক্ষেত্রেও নে'য়ামত স্বরুপ এবং আমাদের উপর দাবী রাখেন।

যিয়ারতে জামে'য় কবিরাতে আমরা পড়বো ঃ

(مَوالِيَّ لاَ أُحْصى ثَنائَكُمْ وَ لاَ أَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ كُنْهَكُمْ وَ مِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ وَ أَنْتُمْ نُورُ الْاخْيارِ وَ هُداةُ الْاَبْرارِ وَ حُجَجُ الْجبارِ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ الاَّ بِاذْنه وَ بِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ يَكْشِفُ الضُرَّ .....)

"হে আমার নে'য়ামতসমূহের অবিভাবক, তোমার প্রশংসাকে গুনে শেষ করতে পারি না, তোমার গভীর সত্যকে প্রচার করতে পারি না, তোমার মর্যাদা ও ক্ষমতার ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে অপারগ, তুমি ভালদের নূর স্বরুপ আর উত্তমদের পথপ্রদর্শক এবং আল্লাহ্ জাল্লে জালালুর হজ্জাত, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের কারণেই সৃষ্টির সুচনা করেছেন এবং তোমাদের কারণেই এই পৃথিবীর ইতি হবে, তোমাদের কারণেই বৃষ্টির বারিধারা নিচে নেমে আসে, তোমাদের কারণেই আসমানকে পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়া থেকে ঠেকিয়ে রেখেছেন, তোমাদের কারণেই সমস্যার সমাধান হয় ও দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটে।"

ইমাম কাযেম (আঃ) তাঁর পিতা হযরত ইমাম সাদিক (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

(..... وَ بِعِبادَتِنا عُبِدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْلاَنا ما عُبِدَ اللَّهُ)

আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমাদের যে জ্ঞান ও ইবাদত, তাতেই তাঁর ইবাদত হয়ে যায় আর যদি আমরা না থাকতাম তাঁর ইবাদতই হত না [১২]।

অন্য আরেকটি হাদীসে বলেছেন ঃ

(اِنَّ الْاَرْضَ لاَ تَخْلُوا اِلاَّ وَ فِيها اِمامٌ .....)

জমিন কখনই পবিত্র ইমাম ব্যতীত থাকে না [১৩]।

ইমাম বাকের (আঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন হযরত আদম (আঃ)-এর রূহ মোবারককে কব্জ করে নিলেন, তখন পৃথিবীকে তার নিজের হাতে ছেড়ে দিতেন না যদি কিনা সেখানে কোন ইমাম না থাকতো। যার মাধ্যমে মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তণ করতো। আর সেই হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র হুজ্জাত। আর জমিন কখনই ইমাম ছাড়া অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র হুজ্জাত অবশিষ্ট থাকবে না[১৪]।

আর একটি বিষয় হচ্ছে ইমামগণ (আঃ) আভ্যন্তরীণ বিষয়েরও হেদায়েতকারী। আর তা হচ্ছে এমন যে, পবিত্র ইমামগণ যেভাবে মানুষের বহিরাগত বিষয়ের ব্যাপারে পথনির্দেশনা দেন বা পরিচালনা করেন তেমনি বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ব্যাপারেও নির্দেশনা দেন বা পরিচালনা করেন এবং তিনি হেদায়তের সাথে প্রকৃতি অনুশীলনকেও এক সাথে পথ চলান। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কোরআনে বলেছেন ঃ

(وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا وَ اَوْحَيْنا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ)

এবং তাদেরকে ইমাম হিসাবে নির্দিষ্ট করেছি যেন আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষদেরকে হেদায়ত করে এবং তাদের প্রতি ভাল কাজ করার নির্দেশ দিয়েছি [১৫]।

এবং অন্য আরেক জায়গায় বলেছেন ঃ

(وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا)

আমরা তাদের কিছু সংখ্যককে ইমাম হিসাবে নির্দিষ্ট করেছি যেন আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী হেদায়েত করে, কেননা তাঁরা ধৈর্যধারণকারী [১৬]।

আল্লামা তাবাতাবাই এভাবে লিখেছেন ঃ এ সকল আয়াত থেকে এটাই বোঝা যায় যে, ইমাম বাহ্যিকভাবে দিক নির্দেশনা ও হেদায়েত করা ব্যতিরেকেও এক ধরনের আভ্যন্তরীণ হেদায়েতের বা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতার ব্যাপারেও কাজ করে থাকেন যা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের নির্দেশে হয়ে থাকে এবং তাঁর প্রকৃত নূরানীয়াত ও বাতেনী সত্ত্বাই মানুষের উপযুক্ত অন্তরে প্রভার বিস্তার করে বা তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়। আর এভাবেই তাদেরকে পরিপূর্ণতা ও ভাল পরিণতির দিকে টেনে আনতে পারেন [১৭]। যারা আপত্তি করেন যে, যেহেতু শিয়ারা ইমামের উপস্থিতিকে দ্বীনি আইন-কানুন বর্ণনা বা তা মানুষের সামনে পরিস্কার করে দেয়া ও মানুষকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মনে করে সেহেতু ইমাম অদৃশ্য থাকাতে এই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হচ্ছে না, কেননা যে ইমাম অদৃশ্যে থাকে মানুষ তাঁর সাথে

---

[১২] উসুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ১৯৩।
[১৩] উসুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ১৭৮, হাদিস- ২।
[১৪] উসুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ১৭৮, হাদিস- ৮।
[১৫] সুরা আম্বিয়া, আয়াত নং- ৭২।
[১৬] সুরা সেজদাহ্, আয়াত নং- ২৪।
[১৭] ইসলামে শিয়া মাযহাব, পৃঃ- ২৬০।

কোন প্রকার যোগাযোগ রাখতে পারে না তাই তার অস্তিত্বের কোন প্রকার সুফল নেই ..... তারা ইমামতের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে কোন ধারনাই রাখে না। কেননা ইমামতের আলোচনায় পরিস্কার হয়ে গেছে যে, ইমামের দায়িত্ব শুধুমাত্র ইসলামের বাহ্যিক স্বরুপ আলোচনা ও মানুষকে বহিরাগতভাবে পথনির্দেশনার কাজ করাই না। ইমামের যেমন মানুষকে বহিরাগতভাবে পথনির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব আছে তেমনই তাদের আভ্যন্তরীণ অধ্যবসায় বা অনুশীলনের প্রতিও দিক নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বও রয়েছে। তিনিই হচ্ছেন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের শৃঙ্খলা বিধানকারী এবং তিনিই মানুষের প্রকৃত আমল বা অধ্যবসায়কে আল্লাহ্ তা'য়ালার দিকে পরিচালনা করেন। এটা ঠিক নয় যে, ইমামের শারীরিক উপস্থিতি ও অদৃশ্যতা এ ব্যাপারে কোন প্রভাব রাখে না। আর ইমাম আভ্যন্তরীণভাবে মানুষের নফস ও রূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত যদিও তিনি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। আর এ কারণেই তার অস্তিত্ব বিরাজমান থাকার প্রয়োজন রয়েছে যদিও তাঁর আবির্ভাবের ও পৃথিবীকে সংস্কারের সময় আসেনি [১৮]।

মরহুম খাজা নাসির উদ্দিন তুসি (রহঃ) বলেছেন ঃ

(وُجُودُهُ لُطْفٌ وَ تَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخَرٌ وَ عَدَمُهُ مِنَّا)

ইমামের উপস্থিতি হচ্ছে আল্লাহ্র একটি দয়া, এবং পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করা হচ্ছে আরেকটি দয়া, আর তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ না করার কারণ হচ্ছি আমরা।

সূর্য মানুষের জন্য উপকারী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি মানুষ তাঁর থেকে দূরে সরে যায় তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হবে না। মানুষই এর জন্য দায়ী। কেন সে সূর্যের থেকে দুরে সরে থাকছে এবং কেনইবা নিজেকে তার আলো থেকে গোপন করছে। আর অবশ্যই এমনটা চিন্তা করা ঠিক নয় যে সূর্য কোন উপকারেই আসে না। কেননা যদি এই সূর্যই না থাকতো মানুষ তার গোপন আস্তানাতেও পারতো না জীবন-যাপন করতে এবং এই সূর্যই যার থেকে তারা দুরে সরে থাকছে বা তার আলো থেকে নিজেদেরকে গোপন করে রাখছে, তাদের কাজের ক্ষেত্র, পরিসর এবং জীবন ধারনের জন্য খাদ্য উৎপাদন করছে।

ইসলামী রেওয়ায়েতগুলোতেও বলা হয়েছে ইমাম মাহ্দী (আঃ) মেঘের আড়ালে সূর্যের ন্যায় লুকায়িত আছেন। সোলাইমান আ'মাস ইমাম সাদিক (আঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ কিভাবে মানুষ আল্লাহ্র হুজ্জাত অদৃশ্য থাকা অবস্থায় তার কাছ থেকে উপকৃত হবে?

বললেন ঃ যেমনিভাবে মেঘেরা সূর্যকে আবৃত করে ফেললেও মানুষ তার থেকে উপকৃত হয়ে থাকে [১৯]।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে এভাবে প্রশ্ন করেন ঃ শিয়ারা কিভাবে ইমাম মাহ্দী (আঃ) অদৃশ্য থাকার সময় তার কাছ থেকে উপকৃত হবে ?

বললেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর কসম খেয়ে বলছি যিনি আমাকে নবুওতের পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। তারা তাঁর নূরের আলোক ছটা থেকে আলোকিত হবে এবং তাঁর বেলায়তের থেকে লাভবান হবে যেমন সূর্যের আলো থেকে সবাই উপকৃত হয় যদিও মেঘেরা সূর্যকে আবৃত করে রাখে [২০]।

এ ছাড়াও, ইমাম মাহ্দী (আঃ) প্রতি বছর হজ্বে অংশগ্রহণ করেন এবং মজলিস ও মাহ্ফিলে আসা যাওয়া করেন। কোন কোন মু'মিনদেরকে কোন মাধ্যম অথবা কোন মাধ্যম ছাড়াই তাদের

---

[১৮]। ইসলামে শিয়া মাযহাব, পৃঃ- ৩১২-৩১৩।

[১৯]। মুনতাখাবুল আছার, পৃঃ- ২৭১।

[২০]। কামালুদ্দিন, খন্ড- ১, পৃঃ- ২৬৫।

সমস্যার সমাধান করে থাকেন। জনগণ তাকে দেখে কিন্তু তাকে চিনতে পারে না। আর তিনি সবাইকে দেখেন ও চেনেন। কিছু কিছু নেক্কার ও পরহেজগার লোককে তাঁর বিশেষ দয়ার কুটিরে আশ্রয় দেন। তিনি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যে থাকার সময় অনেকেই তাঁর সাক্ষাত প্রাপ্ত হয়ে তাঁর অনেক অলৌকিক ঘটনাও দেখেছে এবং তাদের অনেকের সমস্যার সমাধানও করিয়েছে।

মরহুম আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ সাদরুদ্দিন সাদর এভাবে লিখেছেন ঃ ইতিহাসের বইগুলো আমাদেরকে খবর দেয় যে, অনেকেই ইমাম অদৃশ্যতে থাকা অবস্থায় তাকে দেখেছে এবং তাঁর সাক্ষাত পেয়েছে। এ খবরগুলোর সাথে এই বইতে পূর্বে যে সকল হাদীস তাকে দেখার ব্যাপারে উল্লেখিত হয়েছে, কোন প্রকার বিভেদ নেই। কেননা সে সব হাদীস বা রেওয়ায়েতে শুধুমাত্র ইমাম দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যে থাকা অবস্থায় যদি কেউ তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করে তবে তাকে মিথ্যাবাদী বা তার এই খবরকে মিথ্যা বলে ধরে নেয়া হবে। কিন্তু যারা তার সাক্ষাত পাবে বা যার সাথে তাঁর দেখা হবে তাদের ব্যাপারে নয়।

ইমাম দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যে থাকা অবস্থায় কী ধরণের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং জনগণের দ্বীন ও দুনিয়ার কত প্রকার সমস্যা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, কত অসুস্থকে সুস্থ করেছেন, সহায় সম্বলহীন ও শক্তি সামর্থহীন লোকদের পাশে এসে দাড়িয়েছেন, কত লোককে প্রকৃত বা সত্য পথের সন্ধান দেখিয়েছেন, কত পিপাসী ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন।

এসব বিয়ষগুলো বিভিন্ন বইতে লিখিত ছিল যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। এসব বইয়ের লেখকরাও মুওয়াছ্ছাক (সত্যবাদী) ছিলেন যা পরবর্তীতে ইলমে রেজালে (অর্থাৎ ব্যক্তি পরিচিতি সম্বন্ধিও জ্ঞানের বই) তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঐ সকল বইতে এ ধরণের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে যা আমাদের উল্লেখিত বিষয়গুলোর পক্ষে সাক্ষ্য দান করে আমরা এ বইতে সেই সকল বিষয়গুলোর সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আর এ কারণেই যে কোন প্রকার সন্দেহ্কে প্রতিহত করে। শুধুমাত্র এতটুকুই প্রয়োজন যে, উল্লেখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে যা সত্য ও দলিল সম্বলীত তার উপর মানুষ কিঞ্চিত পরিমানে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাহলেই না জীবন হয়ে উঠবে কত সুন্দর ও শান্তিময়[২১]।

স্বল্পমেয়াদী অদৃশ্যে থাকা কালীন সময়ে ইমামের অলৌকিকতা ঃ

ইমাম স্বল্পমেয়াদী অদৃশ্যে থাকা কালীন সময়ে তাঁর মাধ্যমে যে সকল অলৌকিকতা দেখা গিয়েছিল তা তাঁর দূরের ও কাছের অনুসারীদের ঈমানের দৃঢ়তা ও পরিপক্কতার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখে। অলৌকিক ঘটনাগুলো সেই সব অনুসারীদের জন্যেই বেশী ঘটতো যারা সামেরা ও বাগদাদ শহরের দূরদূরান্ত থেকে আসতো এবং ইমামের বিশেষ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতো এবং তাঁর অলৌকিকতাকে স্বচক্ষ্যে অবলোকন করতো।

এই সময়কালে ইমামের অলৌকিক ঘটনার পরিমান এতই বেশী, যা বর্ণনা করতে প্রতিটি ঘটনার জন্য আলাদাভাবে বই লেখার প্রয়োজন রাখে। মরহুম শেখ তুসি (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম মাহ্দীর (আঃ) স্বল্পমেয়াদী অদৃশ্যের সময় তাঁর মাধ্যমে এত অধিক পরিমান অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যা কল্পনাতীত[২২]।

আমরা এখানে নমুনা স্বরুপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলাম মাত্র ঃ

---

[২১] আল মাহ্দী, পৃঃ-১৭৮-১৭৯।

[২২] গাইবাত -শেখ তুসি, পৃঃ-১৭০।

১- ঈসা বিন নাসর বলেন ঃ আলী বিন ছিমরী ইমামের বরাবরে একটি চিঠি লেখে। তাতে সে তাঁর কাছে একটি কাফনের কাপড়ের দাবী জানায়। চিঠির উত্তর এভাবে আসে যে, তোমার ৮০ বছর বয়সে (২৮০ হিজরীতে) এই কাপড়ের প্রয়োজন পড়বে। ইমামের বাণী অনুযায়ী সে ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করে এবং তার ইন্তেকালের পূর্বেই ইমাম তার দাবী অনুযায়ী তার জন্য কাফনের কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছিলন [২৩]।

২- আলী বিন মুহাম্মদ বলেন ঃ ইমামের অনুসারীদের প্রতি তার নিকট থেকে নির্দেশ এসেছিল যে, তারা যেন ইমামগণের মাজার (কারবালা ও কাযেমাইন) যিয়ারত করতে না যায়। কয়েক মাস যেতে না যেতেই খলিফা তার উজির বাকতানীকে ডেকে বলল ঃ বনি ফুরাত (একটি গোত্র বা কাবিলার নাম, এই উজিরও সেই গোত্রের ছিল) ও বুরেস (কুফা ও হিল্লির মধ্যবর্তী স্থান) এলাকার লোকেদের সাথে দেখা করে তাদেরকে কাযেমাইনে ইমামগণের মাজার জিয়ারত করতে যেতে নিষেধ কর। আর ইতিমধ্যে খলিফা নির্দেশ দিয়ে দিল যারা ইমামগণের মাজার যিয়ারত করতে যাবে তাদেরকে বন্দী করার জন্য [২৪]।

৩- ইমামের দ্বিতীয় প্রতিনিধি আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন উসমানের নাতী বলেন, "নওবাখতী বংশের কিছু লোক প্রধানত আবুল হাসান বিন কাছির নওবাখতী (রহঃ), উম্মে কুলছুম আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন উসমানের কন্যা আমাকে বলেছেন ঃ কোম ও তার আসে পাশের এলাকা থেকে খোমস, জাকাতের অর্থসামগ্রী আবু জা'ফরের কাছে পাঠাতো ইমামের কাছে পৌছানোর জন্য। অর্থসামগ্রী আনীত লোকটি বাগদাদে আমার পিতার বাড়ীতে তা পৌছে দিল।

সে চলে যাওয়ার সময় আবু জা'ফর তাকে বললো ঃ যা কিছু তোমাকে আমার কাছে পৌছানোর জন্য দেয়া হয়েছিল তার কিছু অংশ বাকী রয়েছে, সেগুলো কোথায়?

সে বলল ঃ ও আমার অবিভাবক, কোন কিছুই আমার কাছে বাকী নাই, সব কিছুই আপনার কাছে পৌছে দিয়েছি।

তিনি বললেন ঃ কিছু পরিমান বাকী আছে, নিজের ঘরে ফিরে যাও দেখ কোন কিছু ফেলে এসেছো কি না, আর যা কিছু তোমাকে দিয়েছিল তা স্মরণে আনার চেষ্টা কর।

সে চলে গেল এবং কয়েক দিন ধরে চিন্তা-ভাবনা ও খোজাখুজির পর কিছুই পেল না। আর তার সাথে যারা খোজাখুজির কাজে সাহায্য করছিল তারাও কিছু পেল না। সে পূনরায় আবু জা'ফরের কাছে ফিরে এসে বলল ঃ কিছুই আমার কাছে বাকী পড়ে নেই যা কিছু দিয়েছিল তা আপনার কাছে পৌছে দিয়েছি।

আবু জা'ফর বলল ঃ তোমাকে বলা যেতে পারে যে, অমুক যে দুটি আলখেল্লা পোশাক দিয়েছিল তা কোথায় ?

সে বলল ঃ হ্যাঁ, আপনি সত্য বলছেন। আমি সেগুলোকে ভুলেই গিয়েছিলাম। ঐ আলখেল্লা দুটির কথা আমার একেবারে মনেই ছিল না। কিন্তু এখন এও জানিনা যে সেগুলো কোথায় রেখেছি।

---

[২৩]। গাইবাত -শেখ তুসি, পৃঃ-১৭২, বিহারুল আনোয়ার,খন্ড- ৫১, পৃঃ- ৩১২।

[২৪]। গাইবাত -শেখ তুসি, পৃঃ-১৭২, বিহারুল আনোয়ার,খন্ড- ৫১, পৃঃ- ৩১২।

সে আবার ফিরে গেল এবং যত মালা-সামানা তার সাথে ছিল তার মধ্যে খোজাখুজি শুরু করে দিল। যারা তার কাছে মাল-সামানা এনেছিল তাদেরকেও খুজে দেখার জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু পোশাক দুটি খুজে পাওয়া গেল না।

আবার আবু জা'ফরের কাছে ফিরে এলো এবং পোশাক দুটি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করলো। আবু জা'ফর বলল ঃ তোমাকে এটা বলা যেতে পারে যে তুমি অমুক তুলা বিক্রেতার কাছে যাও। যার জন্য তুমি দুই গাঁট তুলা নিয়ে গিয়েছিলে এবং ঐ দুই গাঁটের মধ্যে যেটির উপরে এই এই বিষয়গুলো লেখা আছে সেই গাঁটটা খুলে তার মধ্যে খুজবে। তার মধ্যে ঐ পোশাক দুটিকে পাবে।

লোকটি আবু জ'াফরের এই কথা শুনে আশ্চর্য ও হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর সে তার কথা মত সেখানে গেল এবং নির্দেশ মত তুলার গাঁটটিতে খুজলো ও তার মধ্যে পোশাক দুটিকে পেল। পোশাক দুটিকে নিয়ে এসে আবু জা'ফরের কাছে পৌছে দিয়ে বলল ঃ আমি ঐ পোশাক দুটির ব্যাপারে ভুলে গিয়েছিলাম। যখন মালা-মালগুলো আপনার কাছে আনার জন্য বস্তায় বেধে ফেলেছিলাম এই দুটি পোশাক অতিরিক্ত থেকে গিয়েছিল। আমি ঐ দুটি পোশাক একটি তুলার গাঁটের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম যাতে করে সংরক্ষিত বা নিরাপদে থাকে।

লোকটি বিশেষ করে এই বিষয়টার ব্যাপারে অবাক হয়েছিল। যা সে আবু জা'ফরের কাছ থেকে শুনেছিল যা দেখেছিল।

কেননা নবীগণ ও ইমামগণ যাকিনা শুধুমাত্র তারাই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের নিকট থেকে এ ধরনের বিষয়ে অবগত হন অন্য কেউ নয়। এ বিষয়টি সে সবাইকে বলতে লাগলো। সে আবু জা'ফরের ব্যাপারে কোন প্রকার ধারনাই রাখতো না। তার মাধ্যমে শুধুমাত্র অর্থ ও মালামাল সামগ্রী পাঠানো হত। যেমনিভাবে ব্যবসায়ীরা তাদের মালামালকে দোকানদের উদ্দেশ্যে কোন ভাল লোকের কাছে পাঠিয়ে দিত। তার কাছে ঐ মালামালের কোন ভাউচার বা তার সাথে আবু জা'ফরের নামে কোন চিঠিও ছিল না। কেননা আব্বাসীয় খলিফা মো'য়তামেদের শাসনামলে সামাজিক পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল। তার তলোয়ারের থেকে সবসময় রক্ত ঝরতো। ইমামের বিশেষ প্রতিনিধিদের ব্যাপারটি অতিশয় গোপন থাকতো। আর যারা অর্থ ও মালামালগুলো নিয়ে আসতো তারা এসবের কোন কিছুর ব্যাপারেই খবর রাখতো না। শুধুমাত্র তাদেরকে বলা হত এই অর্থ ও মালামালগুলো এমন জায়গায় এমন লোকের কাছে পৌছে দেবে। মালামাল গ্রহণকরীর ব্যাপারে কোন প্রকার আনুষঙ্গিক খবরা খবর ব্যতিরেকেই ও তার নামে কোন প্রকার চিঠি ছাড়াই পাঠানো হত। এ কারণে যে যদি কেউ কোন দিন বা কখনও এই মালামাল ও অর্থ এবং প্রেরণকারী ও গ্রহণকারীর ব্যাপারে জেনে ফেলে এই ভয়েই এই বিষয়গুলো গোপন থাকতো[২৫]।

৪- মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন মেহযিয়ার আহওয়াযী বলেন ঃ ইমাম আবু মুহাম্মদ আসকারী (আঃ)-এর শাহাদতের পর ইমাম মাহ্দীর (আঃ) অস্তিত্বের ব্যাপারটি আমাকে চিন্তিত করে তুললো। ঠিক এমনই পরিস্থিতিতে প্রচুর পরিমানে অর্থ ও মালামাল যা ইমামের সম্পদ আমার বাবার কাছে এসে পৌছেছিল এবং আমার বাবা সেগুলোকে সযন্তে দেখাশুনা করছিল ইমামের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য। সেগুলোকে সব একটি বড় নৌকায় তুলে

---

[২৫]। গাইবাত -শেখ তুসি, পৃঃ-১৭৮-১৮০, বিহারুল আনোয়ার,খন্ড- ৫১, পৃঃ- ৩১৬-৩১৭।

রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ বাবার বুকে ব্যথা শুরু হল। যেহেতু আমি তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলাম তাই তিনি আমাকে বললেন ঃ আমাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো কেননা আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। এই মালামালের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় পাবে এবং সেগুলোকে আমার হাতে দিয়ে ইমামের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য বলে পরলোক গমন করলেন।

আমি নিজেকে বললাম ঃ আমার পিতা এমন লোক ছিলেন না যিনি কোন ভূল বিষয়ের প্রতি আমাকে দায়িত্ব দিয়ে যাবেন। অতএব এই মালামালগুলিকে ইরাকে নিয়ে যাব এবং নদীর ঘাটে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে এগুলিকে তার মধ্যে রেখে দিব বা কাউকে এ ব্যপারে কিছু বললো না। যদি এমন কিছু যা ইমাম আসকারী (আঃ) এর জামানায় ঘটেছিল তা আমার সামনে ঘটে তবেই এই জিনিষগুলিকে প্রেরণ করবো অন্যথায় পুরোটাই ছদকা দিয়ে দেব। ইরাকে আসলাম এবং নদীর ঘাটে একটি ঘর ভাড়া নিলাম। কয়েক দিন সেখানে থাকার পর একজন পত্র বাহক আমার কাছে আসলো এবং আমাকে একটি চিঠি দিল যার মধ্যে এমন লেখা ছিল ঃ ওহে মুহাম্মদ! তোমার সাথে যে সম্পদগুলো আছে সেগুলো এমন এমন ধরনের .... এবং তার মধ্যে এই এই জিনিষগুলো আছে। আমার সাথে যে মালামালগুলো ছিল সেগুলোর সম্বন্ধে আমি এত কিছু জানতাম না যা সেই চিঠিতে সবগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়া ছিল।

সমস্ত সম্পদগুলো পত্র বাহকের কাছে হস্তান্তর করলাম। আর আমি আরও কয়েকদিন সেখানে থাকলাম। কিন্তু কেউ আমার খোজ খবর নিতে আসলো না। আমি খুব দুঃখিত হলাম। এমতাবস্থায় আমার কাছে অন্য আরেকটি চিঠি পৌছালো যাতে এমন লেখা ছিল ঃ তোমাকে তোমার বাবার স্থলাভিষিক্ত করেছি। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় কর [২৬]।

৫- হাসান বিন ফাযল ইয়ামানী বলেন ঃ আমি সামেরাতে আসার পর ইমাম (আঃ) এর পক্ষ থেকে একটি ব্যাগ যার মধ্যে কয়েকটি দিনার ছিল এবং দু'টুকরো কাপড় আমার কাছে পৌছালো। আমি সেগুলোকে ফেরত পাঠালাম এবং নিজেকে বললাম ঃ আমার শান ও মর্যাদা তাদের কাছে এতটুকুই! আত্মঅহমীকা বা অহংকার আমাকে ঘিরে বসলো। পরে অনুতপ্ত হয়ে ছিলাম। অবশেষে চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়েছিলাম এবং ইসতেগফর করলাম এবং নির্জনে আল্লাহ্‌কে বললাম, হে আল্লাহ্‌ তোমার পবিত্র নামের প্রতি কসম খেয়ে বলছি যে, যদি দিনার ভর্তি কয়েকটি ব্যাগও আমার কাছে পাঠায়, আমি সেগুলোকে খুলেও দেখবো না এবং তার থেকে কোন কিছু খরচও করবো না, যতক্ষণ না আমার বাবার কাছে যাবো। কেননা সে আমার থেকেও অধিক জ্ঞানী।

ইমামের পক্ষ থেকে সেই বাহকের প্রতি (যে আমার কাছে দিনারের ব্যাগটি ও দু'টুকরো কাপড় নিয়ে এসেছিল) কিছু বলা হল যা এমন ঃ তুমি কাজটি ভাল করনি। তাকে বলনি যে আমরা কখনও আমাদের বন্ধু ও অনুসারীদের সাথে এমনই করে থাকি বা কখনও তাদেরকে আমরা এমন কিছু দিয়ে থাকি। এজন্য যে সেগুলো থেকে যেন তারা তাবাররক নিতে পারে।

আর আমার প্রতি বলা হল ঃ তুমি ভুল করেছো আমাদের উপহার ও ভালবাসাকে গ্রহণ না করে। যেহেতু আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করেছো আল্লাহ্‌ তোমাকে যেন ক্ষমা করে দেন,

---

[২৬] গাইবাত -শেখ তুসি, পৃঃ-১৭০-১৭১, বিহারুল আনোয়ার,খন্ড- ৫১, পৃঃ- ৩১০-৩১১।

এবং যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছো যে দিনারগুলোর উপর হস্তক্ষেপ করবে না বা সেগুলোকে খরচ করবে না, সুতরাং সেগুলোকে তোমাকে আর দিলাম না। কিন্তু দু'টুকরা কাপড়ের প্রয়োজন তোমার আছে। ঐ দু'টুকরো কাপড় দিয়ে তুমি মোহরেম হবে (ঐ কাপড়কে তুমি তোমার এহরামের কাপড় হিসাবে ব্যবহার করবে) .....[২৭]।

৬- মুহাম্মদ বিন সুরী কোমী (রহঃ) বলেন ঃ আলী বিন হুসাইন ববভেই তার চাচাতো বোনের (মুহাম্মদ বিন মুসা ববভেইর কন্যা) সাথে বিবাহ করেন। কিন্তু তাদের কোন সন্তান হত না। ইমামের তৃতীয় প্রতিনিধি জনাব হুসাইন বিন রূহ নওবাখতীর বরাবরে একটি চিঠি লিখে এই মর্মে যে, তিনি যেন তাঁর পক্ষ হয়ে ইমামের কাছে দাবি জানায় তারা যেন উত্তম সন্তানলাভে সমর্থ হয়।

ইমামের পক্ষ থেকে ঐ চিঠির উত্তর আসে এভাবে ঃ তুমি তোমার বর্তমান স্ত্রীর দ্বারা সন্তানলাভে সমর্থ হবে না। তবে অতিসত্ত্বর তুমি উন্নত চরিত্রবতী একটি কানিযের মালিক হবে। আর তার মাধ্যমে দুটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছেলে সন্তানের অধিকারী হবে।

ইবনে ববভেই তিনটি ছেলে সন্তানের জনক হন মুহাম্মদ[২৮],হুসাইন ও হাসান। মুহাম্মদ ও হুসাইন দু'জন প্রখর শৃতি শক্তি সম্পন্ন ফকিহ ছিলেন এবং এমন সব বিষয়ে তারা পারদর্শী ছিলেন যা কোম শহরের কেউ জানতেন না। তাদের ভাই হাসান ইবাদত ও যোহদ (যারা দুনিয়া ত্যাগী) নিয়েই পড়ে থাকতো। জনগণের সাথেও কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল না এবং ফিকাহ্ শাস্ত্র থেকে উপকৃত হওয়া থেকেও বঞ্চিত ছিল।

জনগণ আবু জা'ফর (মুহাম্মদ) ও আবু আব্দুল্লাহ্ (হুসাইন) আলী বিন হুসাইন ববভেইর দুই সন্তান এর প্রখর শৃতি শক্তি দেখে ও তাদের হাদীস ও রেওয়ায়েত উল্লেখ করতে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো যে এই প্রখরতা বা তিক্ষণতা ইমাম মাহ্দীর (আঃ) দোয়ার কারণে হয়েছে। এ বিষয়টি কোমের জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রখ্যাত আছে[২৯]।

ইমামের দেখা ঃ

মরহুম শেখ তাবরাসী তার "আ'য়ালামুল ওয়ারী" নামক গ্রন্থে যারা ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) ও তাঁর অলৌকিকতাকে দেখতে সমর্থ হয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন তেরজন ইমামের সাধারণ প্রতিনিধি ও খেদমতকারী যারা, বাগদাদ, কুফা, আহওয়ায, কোম, হামাদান, রেই, আযারবাইজান ও নিশাপুরে ছিলেন এবং পঞ্চাশজন যারা বাগদাদ, হামাদান, দিনুর, ইসফাহান, সীমরী, কোম, কাযবীনের আসে পাশের এলাকায় ও অন্যান্য জায়গায় ছিলেন [৩০]।

মরহুম হাজী নূরী যিনি ১৪ শতাব্দীর প্রথম দিকের একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি তার বিখ্যাত বই "মুসতাদরেক ওয়াসায়েল"-এ ও অন্য একটি সুপরিচিত বই "নাজমুস সাকিব"-এ ১২০ জনেরও বেশী লোকের নাম উল্লেখ করেছেন। মরহুম তাবরাসীর উল্লেখিতদের নামও তিনি উল্লেখ করে বলেন, যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা হয় হযরত মাহ্দীকে (আঃ) দেখেছেন অথবা তাঁর অলৌকিকতা দেখতে সমর্থ হয়েছেন অথবা দুইটিতেই তারা সমর্থ হয়েছেন। আরও বলেন ঃ হয়তো

---

[২৭]। বিহারুল আনোয়ার, খন্ড- ৫১, পৃঃ-৩২৮।

[২৮]। মুহাম্মদ আলী ইবনে হুসাইন বাবুইর সন্তান। সে ইমাম-এ-জামান (আঃ) এর দোয়ায় ভূমিষ্ট হয়। আর সেই হচ্ছে পরবর্তী শেখ সাদুক (রহঃ)।

[২৯]। গাইবাত -শেখ তুসি, পৃঃ- ১৮৮, বিহার, খন্ড- ৫১, পৃঃ- ৩২৪-৩২৫।

[৩০]। আ'য়ালামুল ওয়ারী, পৃঃ- ৪২৫।

এদের বেশীরভাগই হবেন যারা দু'টিই দেখতে সমর্থ হয়েছেন। তার ঘটনাটি বা বিষয়টি আল্লাহ্‌র রহমতে বিভিন্ন সাহাবাদের বইগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে। সাথে সাথে এরকম প্রচলনও আছে যে, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি এই বইগুলোর লেখকদের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে অবগত হন, যেমন তাদের খোদাভিরুতা, ফযিলত, সত্যবাদিতা ও সতর্কতাকে জানতে পারেন তবে যেন ঐ বিষয়গুলোর সত্যতার বা ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) পক্ষ থেকে ঘটিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করেন। সাথে সাথে সেগুলোর ব্যাপারে যেন কোন প্রকার সম্ভাবনা না দেয় যে এগুলো মিথ্যাও হতে পারে। যদিও ঐ বিষয়গুলোর প্রতিটিতেই এ ধরনের সম্ভাবনা দেয়ার অবকাশও থাকে তথাপিও না। কেননা এই অলৌকিকতাগুলো যে তাদের পবিত্র হাতের ছোয়ায় ঘটেছে তার যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে [৩১]।

কোন কোন বড় আলেম, যারা দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যে যাওয়ার পরেও ইমামের খেদমতে পৌছেছে অথবা স্বচক্ষে বা ঘুমের মধ্যে তার বিভিন্ন কেরামতী পরিলক্ষিত করেছে তাদের নাম ও ঘটনাকে নিজেদের লেখা বইগুলোতে লিপিবদ্ধ করেছেন। বইগুলো যেমন ঃ কাশফুল আসতার, বিহারুল আনোয়ার ও দারুল ইসলাম এবং নাজমুস সাকিবে মরহুম হাজী নূরী প্রায় একশত ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। যার ভূমিকায় তিনি এমন লিখেছেন ঃ

যা কিছু এই অধ্যায়ে উল্লেখ করবো তা ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) অলৌকিক ঘটনাসমূহ। যার সনদসমূহ বিশ্বাসযোগ্য, সঠিক ও উন্নত পর্যায়ের। নিষ্ঠার সাথে ধৈর্য ধরে বিচার বিশ্লেষণ করলে অতীত ঘটনা বা পুরাতন বইয়ের প্রতি রুজু করার (ঘাটিয়ে দেখার) প্রয়োজন হবে না.....।

আরও বলেন ঃ যা কিছু তাদের কাছ থেকে (ঘটনার উল্লেখকারী) উল্লেখ করেছি তারা সত্যবাদী ও সৎ বলে বিবেচিত। যা কিছু যার কাছ থেকেই শুনেছি তাই উল্লেখ করেছি এমনটি নয়, বরং আল্লাহ্‌ সাক্ষী যে উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রে সত্যতা ও বিশ্বস্ততাকে রক্ষা করেছি। আর যাদের উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনার উল্লেখ করেছি তারা বেশীরভাগই বিশেষ শান ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বা তারাও কেরামতের অধিকারী ছিলেন [৩২]।

হাজী নূরীর পরে আরও অনেকের ব্যাপারেই বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা হয়। যেমন বিশিষ্ট আলেম আগা লুতফুল্লাহ্‌ সাফি তার "ইসালাতে মাহ্‌দাভিয়াত" গ্রন্থে (ইমাম মাহ্‌দীর যথার্থতা ও সত্যতা প্রমাণের উপর লিখিত বই) কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ যেহেতু সংক্ষিপ্ততার দিকে লক্ষ্য রাখছি সে কারণেই আমাদের সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল তার বর্ণনা দিয়েই শেষ করছি [৩৩]।

আমরাও এই লেখনীতে সংক্ষিপ্ততার দিকে খেয়াল রেখে মহামুল্যবান বই "নাজমুস সাকিব" থেকে শুধুমাত্র একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করবো ঃ

বিশিষ্ট আলেম আলী বিন ঈসা আরবালী তার "কাশফুল গ্বাম্ম" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমাকে একদল সত্যবাদী লোক খবর দিল যে (আমার বংশীয় এক ভাই যে হিল্লিহ্‌ শহরে বসবাস করতো। সে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিল। সবাই তাকে ইসমাঈল বিন ঈসা বিন হাসান হারকেল বলে সম্বোধন করতো। কারীইহ এলাকায় বসবাস করতো বলে তাকে হারকেল উপাধীতে ডাকতো) সে ইন্তেকাল করেছে। তাকে আমি কখনও দেখিনি। তার ছেলে (সামসুদ্দিন) আমাকে তার

---

[৩১] নাজমুস সাকিব, পৃঃ- ২০৯-২১১।

[৩২] নাজমুস সাকিব, পৃঃ- ২০৯-২১১।

[৩৩] ইসালাতুল মাহদাওয়াত, পৃঃ- ৭০।

বাবার কাছ থেকে শোনা একটি ঘটনার বর্ণনা করলো ঃ তার বাবা বলেছে, যুবককালে তার বাম পায়ের উরুতে হাতের মুষ্টি পরিমান ফোড়া বিশেষ হয়েছিল এবং প্রতি বছর বসন্তকালে সেটি পেকে ফেটে যেত এবং তা থেকে পুঁজ-রক্ত বের হত। প্রচন্ড ব্যথা-বেদনায় সে কাতর হয়ে পড়তো। যার কারণে সে কোথাও কাজ করতে পারতো না বা তাকে কোথাও কেউ কাজ দিত না। সে হিল্লিহ্ শহরে রাজী উদ্দিন আলী বিন তাউউসের কাছে আসে এবং তার কাছে এই উপদংশ রোগের ব্যাপারে সব খুলে বলে। সাইয়্যেদ শহরের অপারেশনের ডাক্তারদেরকে এক জায়গায় জমা করলেন। তারা সবাই দেখে বললেন এটা বিশেষ ধরনের ফোড়া যা তার উরুর মুল শিরার উপর হয়েছে এবং ভাল করার কোন উপায় নেই একমাত্র কেটে ফেলা ছাড়া। যদি কেটে ফেলি হয়তো তার মুল শিরাটি কাটা পড়তে পারে। যখনই ঐ শিরাটি কাটা পড়বে ইসমাঈলও আর বেচে থাকবে না। এই অপারেশনটি দারুন ভয়ানক, আমরা কেউ তা করতে চাই না।

সাইয়্যেদ ইসমাঈলকে বলল আমি বাগদাদে যাবো। অপেক্ষা কর তোমাকেও আমার সাথে নিয়ে যাবো এবং সেখানকার ডাক্তারদেরকে তোমাকে দেখাবো। হয়তো তারা আরও বেশী কিছু জানে বা তোমাকে ভাল করতে পারবে। বাগদাদে এসে সেখানকার ডাক্তারদের সাথে কথা বললে তাদের সবাই আগের ডাক্তারদের মতই বলল ও ক্ষমা চেয়ে চলে গেল। এ দিকে ইসমাঈল আরও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সাইয়্যেদ তাকে এটাই বলল ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তোমার নামাজকে এই অপবিত্র সহকারেই কাবুল করবেন। আর অপেক্ষা করা এই পৃথিবীতে মুল্যহীন নয়। ইসমাঈল বলল তাহলে যদি তাই হয়ে থাকে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সামেরাতে যাবো এবং ইমামগণের (আঃ) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবো। এই বলে সে সামেরার দিকে রওনা হল।

"কাশফুল গ্বাম্ম"-এর লেখক বলেন তার ছেলের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, বলেছিল আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি ঃ তিনি বলেন আমি শহীদদের দাফনস্থলে গেলাম এবং সেখানে যিয়ারত করলাম। যেখানে ইমাম আলী নাকী ও ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) দাফন হয়ে আছেন। সারদাবেহ্[৩৪] গেলাম এবং রাত্রটা ওখানেই কাটালাম। আর সারা রাত ধরে প্রচুর কান্না-কাটি করলাম। ইমাম মাহ্দীর (আঃ) সাহায্য কামনা করলাম। সকালে তাইগ্রীস নদীতে গিয়ে জামা-কাপড় ধুয়ে যিয়ারত করার জন্য গোসল করলাম এবং যে কটি আবরীকি (চামড়ার তৈরী থলি বিশেষ যার মধ্যে পানি বহন করা হত) ছিল তা পানি ভর্তি করে নিলাম। আর একবারের মত যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ইমামগণের মাজার শরিফে দিকে রওনা হলাম। ওখানে পৌছানোর আগেই চারজন ঘোড় সওয়ারীকে এ দিকেই আসতে দেখলাম। যেহেতু শহীদদের দাফনস্থলের আসে পাশে কিছু সংখ্যক ভদ্র ও অভিজাত পরিবারের লোকজন বসবাস করতেন ভাবলাম হয়তো তারা হবে। আমার কাছে পৌছালে দেখতে পেলাম যে দু'যুবকের কোমরে তলোয়ার বাধা আছে। তাদের একজনের সবে দাড়ি-মোচের রেখা দেখা দিয়েছে। তাদের সাথে একজন বৃদ্ধ যিনি অত্যন্ত পরিপাটি ছিলেন এবং তার হাতে একটি বল্লম ছিল। আর অন্যজনের সাথে ছিল তলোয়ার, গায়ে ছিল আলখেল্লা পোশাক, মাথায় বড় পাগড়ী, যা মাথা হয়ে গলায় পেচিয়ে পিঠে গিয়ে পড়েছিল। তার হাতে ছিল বল্লম। বৃদ্ধ লোকটি হাতের ডান পাশে বল্লমটিকে মাটিতে গেথে দিয়ে দাড়ালো। ঐ যুবক দুটি হাতের বাম পাশে এসে দাড়ালো এবং আলখেল্লা পরিহীত ব্যক্তিটি মধ্যখানে থাকলেন। আমাকে সালাম দিলেন। আমি সালামের জবাব দিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ আগামীকাল বাড়ীর দিকে রওনা হবে ?

৩৪। ইমাম আসকারী (আঃ) এর হারাম শরীফ সংলগ্ন একটি জায়গা যেটি ইমাম হাদী ও ইমাম আসকারী (আঃ) ঘরের নিচে অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্ত ঘর বিশেষ যেখানে ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) দেখা গিয়েছিল।

বললাম ঃ জী হ্যাঁ।

বললেন ঃ এগিয়ে এসো দেখি কী তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে।

আমার চিন্তায় আসলো যে মরুভুমিতে বসবাসকারীদের কাছে অপবিত্রতার বিষয়টাকে এড়িয়ে চলা যাবে না। নিজেকে বললাম যে তুমি গোসল করেছো এবং তোমার জামা-কাপড় সবে ধুয়েছো এখনও ভিজা আছে। তার হাত তোমার শরীরে না লাগাই ভাল। এই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম হটাৎ তিনি নিচু হয়ে আমাকে তার কাছে টেনে নিলেন এবং তার হাত দিয়ে আমার উরুর ঐ জাগাটায় চাপ দিলেন। এমনভাবে চাপ দিলেন যে আমি প্রচন্ড ব্যথা পেলাম। তারপর আমার পা সোজা হয়ে মাটি স্পর্শ করলো। সে সময় ঐ বৃদ্ধ লোকটি বলল ঃ (أَفْلَحْتَ يا اِسْماعِيلُ) (তুমি ভাল আছো তো এই ইসমাঈল), আমি বললাম ঃ (أَفْلَحْتُمْ) (আপনি ভাল আছেন তো)। আমি আশ্চর্য হলাম যে তিনি আমার নাম জানলেন কিভাবে। ঐ বৃদ্ধ লোকটি আমাকে আলখেল্লা পরিহীত লোকটিকে দেখিয়ে বললেন যে তিনি হচ্ছেন ইমাম। আমি আখি জল ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে চুমু দিতে লাগলাম। ইমাম চলতে শুরু করলেন আর আমিও তার পিছু পিছু জ্ঞান-বিবেকহীনের মত ছুটতে লাগলাম। তিনি আমাকে ফিরে যেতে বললেন।

বললাম ঃ আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

বললেন ঃ ফিরে যাও এতে তোমার মঙ্গল হবে।

আমি আমার আগের কথাটিই পুনরায় বললাম। ঐ বৃদ্ধ লোকটি আমাকে বললেন এই ইসমাঈল তোমার লজ্জা-শরম নেই, ইমাম দুই বার তোমাকে ফিরে যেতে বললেন আর তুমি তার কথার অবমাননা করছো!

তার এই কথাটি আমার উপর দারুণভাবে প্রভাব ফেললো। আমি দাড়িয়ে গেলাম। তারা আমার থেকে কিছুটা দুরে চলেগিয়েছিল সেখান থেকেই আমাকে বলল ঃ বাগদাদে পৌছার কয়েকদিন পর মুসতানসের[৩৫] তোমাকে ডেকে পাঠাবে এবং সে তোমাকে কিছু উপহার সামগ্রী দান করবে। তুমি যেন তা নিও না। আমার সন্তান রাজীকে বলবে যে আমি তোমার ব্যাপারে আলী বিন আরাযকে কিছু লিখতে বলেছি যে, তুমি যা কিছু চাও তা যেন সে তোমাকে দেয়।

আমি ওখানেই দাড়িয়ে ছিলাম। কিছু সময় পরে তারা আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। ভীষন দুঃখে কয়েক ঘন্টা ওখানেই বসে ছিলাম। তারপর ইমাম নাকী ও ইমাম আসকারী (আঃ)-এর হারাম শরীফে ফিরে এলাম। যেহেতু হারাম শরীফের লোকেরা আমাকে আগে দেখেছিল সেহেতু বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে, এখন কোন কষ্ট অনুভব করছো কী?

বললাম ঃ না।

তারা বলল ঃ কারো সাথে মারা-মারি বা হাতা-হাতি করেছো নাকি?

বললাম ঃ না, বল দেখি এই যে এখান থেকে ঘোড় সওয়ারীরা গিয়েছে তাদেরকে দেখেছ কি না?

তারা বলল ঃ তারা হয়তো কোন উচ্চ পর্যায়ের লোক হবেন।

বললাম ঃ তারা উচ্চ পর্যায়ের লোক ছিলেন ঠিকিই কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ইমাম ছিলেন।

তারা বলল ঃ ঐ বৃদ্ধ লোকটি না ঐ আলখেল্লা পরিহীত লোকটি?

বললাম ঃ আলখেল্লা পরিহীত লোকটি।

---

[৩৫] আব্বাসীয় খলিফা, সে ৬২৩ থেকে ৬৪০ হিজরী পর্যন্ত ক্ষমতা চালিয়েছিল।

তারা বলল ঃ তোমার অসুস্থতাকে কি তিনি ভাল করেছেন?

বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি ওখানে চাপ দিলেন। আমার ভীষন ব্যথা লাগলো। তারপর আমার উরুর কাপড়টি খুললেন। কিন্তু সেখানে কোন কিছুই ছিল না। আমি নিজেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। অন্য পায়ের উরুতেও ভালভাবে লক্ষ্য করলাম কিন্তু সেখানেও কিছু দেখতে পেলাম না। এই কথা বলার সাথে সাথে উপস্থিত সবাই আমার উপর হুমড়ী খেয়ে পড়লো, আমার শরীর ছোয়ার জন্য। আমার জামা-কাপড় ছিড়ে ফেললো। যদি হারাম শরীফের খাদেমরা আমাকে সরিয়ে নিয়ে না আসতো তাহলে আমি তাদের পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে যেতাম। এমন সময় "বাইনুন্নাহারাইন" এর গর্ভণরের চিৎকার শোনা গেল। কাছে এসে ঘটনাটি শুনে চলে গেল এ কারণে যে বিষয়টি খলিফার কাছে লিখে জানাতে হবে। আমি রাতে সেখানে থাকলাম। সকালে একদল লোক এসে তাদের মধ্যে দুইজনকে আমার সাথে দিয়ে আমাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে গেল। আমরা তারপর দিন সকালে বাগদাদে পৌছে দেখলাম প্রচুর পরিমানে মানুষ পুলের মাথায় জমা হয়ে আছে। শহরে কেউ এলে সবাই তার নাম জানতে চায় তদ্রুপ আমরাও এসেছি আমাদের নামও জানতে চাইলো। আমরা আমাদের নাম বলতেই সবাই মিলে আমাদের উপর হামলা চালালো। কিছু সময় আগে যে পোশাকটি পরেছিলাম তাও ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম যেন আর একটু হলেই আমার নিঃশ্বাসটাই বের হয়ে যেত।

সাইয়্যেদ রাজী আমাকে মানুষের মধ্য থেকে বের করে এনে তাদেরকে আমার কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দিলেন। "বাইনুন্নাহারাইন" এর গর্ভনরের লেখা বিষয়টি বাগদাদ শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল যা সাইয়্যেদের কানেও গিয়েছিল। সাইয়্যেদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানকার সবাই বলছে যে কে যেন সাফা (অসুস্থতা থেকে আরোগ্যলাভ করা) পেয়েছে সে ব্যক্তি কি তুমি?

বললাম ঃ জী হ্যাঁ।

তিনি ঘোড়া থেকে নেমে এসে আমার উরুর কাপড় সরিয়ে দেখলেন। যেহেতু তিনি আগেও আমার উরুর অবস্থাটি দেখেছিলেন আর এখন তার কোন অবশিষ্ট দেখতে না পেয়ে ঘন্টাখানেক অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে বললেন ঃ উজির আমাকে ডেকে বললো সামেরা থেকে এমন একটি চিঠি এসেছে, আর এই লোকটির সাথে তোমার সম্পর্ক আছে, যত দ্রুত সম্ভব আমাকে তার খবর জানাও।

সাইয়্যেদ আমাকে তার সাথে নিয়ে ঐ উজিরের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন ঃ এই লোকটি আমার ভাই এবং সে আমার সবথেকে প্রিয় সাহাবা।

উজির বললো ঃ আমাকে তোমার ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ দাও।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার উপর যা কিছু ঘটেছে তার বর্ণনা দিলাম। ঐ সময় উজির কাউকে ডাক্তারদের ডাকতে পাঠালো। তারা হাজির হওয়ার পর তাদেরকে বললো ঃ তোমরা এই লোকের উরুর ক্ষতটি দেখেছিলে কি ?

তারা বললো ঃ হ্যাঁ দেখেছিলাম।

জিজ্ঞেস করলো ঃ এই রোগের চিকিৎসা কি?

তারা বললো ঃ একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে কেটে ফেলা। যদি কেটে ফেলা হয় তবে ভয় হচ্ছে যে বেচে থাকবে কি থাকবেনা।

জিজ্ঞেস করলো ঃ যদি ধরে নেই যে সে বেচে থাকবে তাহলে কত দিনে তার ভাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

বললো ঃ প্রায় দু'মাস লাগবে তার ভাল হয়ে উঠতে। ভাল হয়ে উঠার পরে তার ঐ জায়গায় সাদা হয়ে থাকবে বা কোন দিন ওখানে লোম উঠবে না।

আবারও জিজ্ঞেস করলো ঃ কত দিন হয়েছে তোমরা তাকে দেখেছ?

বললো ঃ আজকে নিয়ে দশদিন আগে দেখেছি।

সুতরাং উজির আমার কাছে এসে আমার ঊরুর কাপড় সরিয়ে দেখলেন যে অন্য একটি ঊরুর সাথে কোন পার্থক্য নেই বা কোন প্রকার ক্ষত এর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ঐ সময় একজন ডাক্তার যে ছিল নাসারা চিৎকার দিয়ে বললো ঃ

(وَ اللَّهِ هَذا مِنْ عَمَلِ الْمَسِيحِ)-- আল্লাহর কসম এটা সাফা পাওয়া নয় বরং এটা একটা মাসীহীর (ঈসা ইবনে মারিয়াম) অলৌকিকতা।

উজির বলল ঃ যেহেতু এটা তোমাদের কারো অপারেশন নয়, সেহেতু আমি জানি এটা কার কাজ। এই খবর খলিফার কাছে পৌছালে সে উজিরকে ডেকে পাঠালো। উজির আমাকে সাথে নিয়ে খলিফার দরবারে উপস্থিত হল। খলিফা মুসতানসের আমাকে ঐ ঘটনাটি পূনরায় বর্ণনা করার জন্য বলল। আমি ঘটনাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করায় আমাকে একটি ব্যাগ যার মধ্যে একহজার দিনার ছিল উপহার স্বরুপ দিয়ে খলিফা বলল ঃ এই অর্থ তুমি তোমার নিজের খরচের জন্য রাখ।

বললাম ঃ এটা আমি নিতে পারবো না।

বলল ঃ তুমি কার ভয় পাচ্ছ ?

বললাম ঃ যে আমাকে সুস্থ করে দিয়েছে। কেননা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমার কাছ থেকে যেন কোন কিছু গ্রহন না করি। এ কথা শুনে খলিফা মর্মাহত হয়ে কাদতে লাগলো।

"কাশফুল গ্বাম্ম" এর লেখক বলেন ঃ এই ঘটনায় আমি দারুণভাবে আশ্চর্য হয়ে ইসমাঈলের ছেলে সামসুদ্দিন মুহাম্মদকে বললাম ঃ তুমি তোমার বাবার ঐ স্থানটি ক্ষত থাকা অবস্থায় দেখেছিলে কী ?

বলল ঃ আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন দেখেছিলাম যে তার ওখানে লোম উঠেছে এবং ক্ষত হওয়ার কোন চিহ্নই সেখানে ছিল না। আমার পিতা প্রতি বছর একবার বাগদাদে যেতেন এবং সেখান থেকে সামেরাতে। অনেক সময় ধরে সেখানে থাকতেন এবং প্রচুর কান্না-কাটি করতেন। তার বিশেষ ইচ্ছা ছিল আর একবার ইমামকে দেখবে। সে কারণেই সেখানে তাকে খুজে বেড়াতো কিন্তু আর তাকে দেখতে পাননি। আমি যতুটুকু জানি যে তিনি ৪০ বার সামেরা যিয়ারত করতে গিয়েছিলেন এবং এই তৌফিকটুকু অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে তাকে দেখতে না পাওয়ার ব্যথায় মৃত্যুবরণ করবেন।

এই ঘটনা বর্ণনা শেষে "নাজমুস সাকিব" এর লেখক শেখ হুররেআ'মিলি উদ্ধৃতি দিয়ে "আমালুল আ'মাল" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল একজন বিশিষ্ট আলেম ও আল্লামা হিল্লির ছাত্র ছিল[৩৬]।

[৩৬] নাজমুস সাকিব, পৃঃ- ২৩১-২২৮।

সাইয়্যেদ বিন তাউস বলেন ঃ আমি আমার জামানায় কিছু সংখ্যককে দেখেছি যে, বলতেন হযরত মাহ্দীকে (আঃ) দেখিছি এবং অন্যদেরকে দেখেছি তাদের কাছে ইমামের চিঠি ও প্রশ্নের উত্তর আসতো [৩৭]।

মরহুম শেখ হুররে আ'মিলি যিনি একজন বিশিষ্ট আলেম ও শিয়া মাযহাবের মার্যা ছিলেন। হিজরী একাদ্বশ শতকের প্রথক দিকে তিনি হারকেলীর অনুরূপ একটি ঘটনার বর্ণনায় লেখেন ঃ এই ঘটনার মত আরও অনেক ঘটনা আমাদের জামানায় অথবা অতীতে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) পক্ষ থেকে সত্য সত্যই সংঘটিত হয়েছে যার প্রকৃত প্রমান আছে [৩৮]।

তিনি আরও বলেন ঃ সত্যবাদী হিসাবে পরিচিত একদল লোক আমাকে বলেছেন যে, ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) তারা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন অলৌকিকতাকেও দেখেছেন। তিনি তাদেরকে অদৃশ্যের ব্যাপারে কিছু কথা বলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেন যা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণ হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ থেকে বাচিয়ে দিয়েছেন যা বর্ণনা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেগুলো সবই তাঁর অলৌকিকতার মধ্যে শামিল হবে [৩৯]।

আরও বলেন ঃ আমি নিজেও ঘুমন্ত অবস্থায় ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর অলৌকিকতাকে দেখেছি [৪০], যা পরে সেগুলোকে বর্ণনাও করেছি।

৩৭। ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ৩৬৩।
৩৮। ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ৩৫৫।
৩৯। ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ৩৮৩।
৪০। ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ৩৭৮।